Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-05-2026 15:43 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২২ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৬ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৩২ সংখ্যা ।। ২ পাতা

বঙ্গে পালাবদল হতেই পাল্টি খেল বাংলাদেশও, মমতাকে তীব্র আক্রমণ করল বিএনপি

শনিবার ব্রিগেডে শপথ নেবেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী, ঘোষণা করলেন শমীক ভট্টাচার্য

কঠিন সময়ে মমতার পাশে অখিলেশ, বিরোধী ঐক্যের পথে তৃণমূলের কাজ শুরু

বঙ্গে একশো বছর বিজেপি থাকবে, দাবি শুভেন্দুর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রত্যাশিত জয় এসেছে, এবার রাজধর্ম পালনের পালা। নন্দীগ্রামের মাটি থেকে দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে সংযত থাকার কড়া বার্তা দিলেন ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'ওরা অনেক অত্যাচার করেছে। কিন্তু কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। ওরা যা করেছে, আপনারা করবেন না। শান্তি বজায় রাখ তে হবে।' উস্কানিতে পা না দিয়ে দলের নিচুতলার কর্মীদের প্রতি তাঁর দাওয়াই; 'ধৈর্য আর সহ্য'। তিনি মনে করিয়ে দেন, এই দুই মন্ত্রেই ২০১১ এবং ২০২৬-এর পরিবর্তনে তিনি সামিল ছিলেন। রাজনীতির কারবারিদের মতে, জয়ের উন্মাদনায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেই বিশেষ নজর দিয়েছেন শুভেন্দু। বিজয় মিছিল নিয়েও তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত কড়া। তিনি বলেন, '৯ তারিখের পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে শান্তিতে করবেন। এখন দু-তিনটে দিন বিজয় মিছিল করবেন না।' সেই সঙ্গেই বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে এবার 'আসল পরিবর্তন' সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার এবং দল রাজ্যে এমন কাজ করবে যাতে আগামী ১০০ বছর এখানে 'পদ্ম' টিকে থাকে। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি জানান, আগামীদিনে বিজেপি ৬০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে। ভোট মিটতেই এবার আইনি পথে কঠোরভাবে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের বিভিন্ন অমীমাংসিত মামলা নিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আগামীর বিজেপি সরকার ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী প্রতিটি মামলা খুলবে। আমরা ব্যবস্থা নেব।' তবে কর্মীদের বিশৃঙ্খলায় না জড়িয়ে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, 'যারা গুন্ডা, চোর, তাদের দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। আইনের পথে যা করার সব করব।' তাঁর সংযোজন, 'অত্যাচারীরা কখনও জেতে না। ওই পাপীদের অফিসে হাত দেবেন না। ওদের উপেক্ষা করুন।' উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে জয়ী শুভেন্দুকে নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে বড় প্রশ্ন, তিনি কোন আসনটি শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে রাখবেন? বিধানসভার নিয়ম মেনে ১০ দিনের মধ্যে একটি আসন তাঁকে ছাড়তে হবে। দলীয় শৃঙ্খলার কথা মনে করিয়ে শুভেন্দুর জবাব, 'আমাকে ১০ দিনের মধ্যে একটা আসন ছাড়তে হবে। আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমাকে মানতে হবে। একা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ।' তবে তিনি এও স্পষ্ট করেন যে, নন্দীগ্রামের মানুষের ঋণ তিনি উন্নয়ন দিয়েই শোধ করবেন। এদিন জয়ের আবহেও এলাকার উন্নয়নে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। সোনাচুরায় আইটিআই কলেজ, নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে শুরু করে কৃষিক্ষেত্রে বছরে দুবার ধান চাষের পরিকাঠামো গড়ার কথা বলেন তিনি। হলদিয়া-নন্দীগ্রাম ব্রিজ নির্মাণ এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলোর মানোন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন তিনি। ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই মমতা জলের পাইপ পাততে দেয়নি। ৬ মাসের মধ্যে জলের পাইপ প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।' সেই সঙ্গে রাজ্যে সর্বধর্মের উৎসব পালনের নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি জানান, দুর্গোৎসব, রামনবমী ও রথযাত্রা; সব মন্দির ও স্কুল এবার সেজে উঠবে। তাঁর শেষ কথা, 'আমরা আমাদের সঙ্কল্পপত্র পূরণ করব।' ছবি সংগৃহিত।

ভোট পরবর্তী হিংসা ঃ দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ জ্ঞানেশের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট মিটলেও অশান্তি থামেনি বাংলায়। রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়া ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

কোথাও ভাঙচুর বা অশান্তি দেখলেই অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ প্রধান এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডিজিকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন কমিশনার। জেলাশাসক ও পুলিশকর্তাদেরও ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অশান্তি মোকাবিলায় কোনো ঢিলেমি বরদাস্ত করবে না কমিশন।

সোমবার ফলপ্রকাশের রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। ভাঙড়, বারুইপুর, হাওড়া থেকে নানুর; সর্বত্রই ছড়ায় 'সন্ত্রাস'-এর আতঙ্ক। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর থেকে শুরু করে কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে একাধিক জায়গায়। এমনকি বীরভূম ও হাওড়া এই দুই জেলায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে বিজেপিকে। যদিও পদ্ম-শিবির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই আবহে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার কাছে আর্জি জানিয়েছেন, রাজনীতির রং না-দেখে যেন হিংসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়।

পদত্যাগ করলেন মমতার 'ছায়া-সঙ্গীরা'

বঙ্গে ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটতেই নবান্নে শুরু হয়েছে আমলা ও উপদেষ্টাদের মহাপ্রস্থান। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ে শাসকদলের শোচনীয় পরাজয় নিশ্চিত হতেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্তরের একাধিক শীর্ষ পদাধিকারী ইস্তফা দিয়েছেন।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বঙ্গে ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটতেই নবান্নে শুরু হয়েছে আমলা ও উপদেষ্টাদের মহাপ্রস্থান। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ে শাসকদলের শোচনীয় পরাজয় নিশ্চিত হতেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্তরের একাধিক শীর্ষ পদাধিকারী ইস্তফা দিয়েছেন। মঙ্গলবার জোড়া পদ ছেড়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। একই পথে হেঁটে পদত্যাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর দুই হেভিওয়েট মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। যদিও সরকারি সিলমোহর এখনও পড়েনি। জল্পনা চলছে। নির্বাচনী ফলে দেখা যাচ্ছে, ২০৭টি আসন নিয়ে রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, তৃণমূলের আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮০-তে। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ইস্তফাপত্র ইমেল করেছেন অভিরূপ সরকার। তিনি রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। ২০১৩ সালে গঠিত চতুর্থ অর্থ কমিশনেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। একসময় দীনেশ ত্রিবেদীর ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভা আসনেও তাঁর নাম চর্চায় এসেছিল।পরিবর্তনের আবহে বিদায় নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত আমলারাও। প্রাক্তন দুই মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী তাঁদের মুখ্য উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নবান্নের একটি সূত্র জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সচিব মনোজ পন্থও ইস্তফা দিয়েছেন। যদিও মঙ্গলবার বিকেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেবেন না।' তবে ওই ঘোষণার আগেই বিশেষ পদাধিকারী আমলারা সরে দাঁড়িয়েছেন। এর আগে সোমবার পরাজয় স্পষ্ট হতেই ইস্তফা দিয়েছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। রাজ্য সরকারের এক আধিকারিকের মতে, এই পদগুলি সাধারণত শাসকদলের আস্থাভাজনদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ক্ষমতার হাতবদলের সন্ধিক্ষণে তাই নৈতিক কারণেই এই প্রস্থান।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-05-2026 15:43 Page 2

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভয়াল দানোর খোঁজ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কুমিরের পেটের ভেতর দেখি না যে সেই সাঁওতালনী, চার দিন পূর্বে কুমির যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সে পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে।' মনে পড়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেই গল্প? ডমরুধর জানিয়েছিল এমনই অতিকায় কুমিরের কথা। এবার বাস্তবে তেমনই অতিকায় কুমিরের দেখা মিলল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভয়াল অতিকায় প্রাণীটির পেটের ভিতরে মিলল ৫৯ বছরের এক ব্যক্তির দেহাংশ। মিলল ৬ জোড়া জুতো !মনে করা হচ্ছে, গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তা নামের ওই ব্যক্তি গাড়ি চালিয়ে নিজের

হোটেলের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় এক সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি জলে পড়ে যায়। বাতিস্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় জলের তোড়। আর এরপরই জলের গভীরে লুকিয়ে থাকা কুমিরের শিকার হন তিনি।জানা গিয়েছে, পুলিশ ড্রোনের মাধ্যমে দেখতে পান এক ব্যক্তিকে খাচ্ছে একটি কুমির। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে হেলিকপ্টারে তুলে আনায় হয়। ১৫ ফুট দীর্ঘ ও ১ হাজার পাউন্ড ওজনের কুমিরটিকে চিরে ফেলার পর তার ভেতর থেকে মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

সেই সঙ্গেই মিলেছে ৬ জোড়া জুতো। মনে করা হচ্ছে, বাকিগুলি অন্য শিকারের পায়ে ছিল! এছাড়াও বাতিস্তার আংটিও উদ্ধার করা হয়েছে কুমিরটির পেটের ভিতর থেকে। এদিকে এও মনে করা হচ্ছে, বাতিস্তার দেহটি একটি নয়, অন্য কুমিররা খেয়েছে। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে, জলে ডুবে মৃত্যুর পর বাতিস্তার শরীরে কুমির কামড় বসিয়েছিল, নাকি জীবন্ত অবস্থাতেই তিনি কুমিরের কবলে পড়েছিলেন।

মোনালিসা'-তেই লুকিয়ে ছিল বিরল রোগের ইঙ্গিত!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে শুধু নন্দনতত্ত্ব নয়, আধুনিক বিজ্ঞান, ও সৃজনশীলতার জগতেও গভীর প্রভাব ফেলেছেন। কিন্তু অবাক করার মতো তথ্য হল;তাঁর অমর সৃষ্টি মোনালিসাতে হয়তো লুকিয়ে রয়েছে এমন এক রোগের চিহ্ন, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে তারও তিন শতাব্দী পরে।' মোনালিসা', যাকে 'লা জিওকোন্ডা' বা 'লা জোকোন্দ' নামেও ডাকা হয়, সেই ছবির মডেল ছিলেন লিসা। গবেষণা বলছে, এই প্রতিকৃতিতে এমন দুটি শারীরিক লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যা বংশগত কোলেস্টেরলজনিত রোগের ইঙ্গিত দিতে পারে।প্রথম লক্ষণটি হল চোখের পাতার ভেতরের কোণে হলদেটে দাগ, যাকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'জ্যানথেলাজমা' বলা হয়। দ্বিতীয়টি হল ডান হাতের পেছনে একটি ছোট ফোলা অংশ, যা 'জ্যানথোমা' বা লিপোমা হিসেবে পরিচিত। এই দুটি লক্ষণই শরীরে 'খারাপ' কোলেস্টেরল জমে থাকার সাধারণ চিহ্ন।২০০৮ সালে একটি জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এই বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। নরওয়ের ওসলো শহরের রিকশস্পিটালেট হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, 'মোনালিসা' সম্ভবত ইতিহাসে প্রথম এমন ভিজ্যুয়াল প্রমাণ, যেখানে এই রোগের উপস্থিতি ধরা পড়েছে;যা চিকিৎসাবিজ্ঞান আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যায় ১৮৫২ সালে।গবেষণা

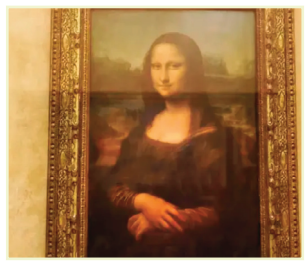

আরও বলছে, ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী একজন মহিলার শরীরে এই ধরনের লক্ষণ থাকা একেবারেই কাকতালীয় নয়। এটি একটি জেনেটিক রোগ, যা অল্প বয়সেই প্রকাশ পায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। জানা যায়। এই কারনেই মোনালিসা মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মারা যান। যদিও মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রোগ থাকলে অল্প বয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।আজকের দিনে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে 'স্ট্যাটিন' নামের ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যা ২০ শতাব্দীর আগে ছিল না। ১৯৩৭ সালে চিকিৎসক মুলার প্রথম কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের সম্পর্ক তুলে ধরেন। পরে ১৯৭১ সালে জাপানি বিজ্ঞানী অকিরা এনডো গবেষণার মাধ্যমে স্ট্যাটিন জাতীয় ওষুধের পথপ্রদর্শক 'মেভাস্ট্যাটিন'-এর আবিষ্কার হয়।সব মিলিয়ে বলা যায়, ভিঞ্চি হয়তো অজান্তেই তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে এমন এক চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরেছিলেন, যা বিশ্বের সামনে স্পষ্টভাবে আসতে সময় লেগেছে আরও চার শতাব্দী।

সকাল-সকাল এই প্রাণীদের দেখলেই চরম বিপদ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই কোনও প্রাণীর হঠাৎ আগমন বা অদ্ভুত শব্দ কি কেবলই কাকতালীয়? না কি এর পেছনে লুকিয়ে আছে প্রকৃতির কোনো গভীর বার্তা? বিভিন্ন দেশের লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্যবাহী সংস্কার এবং শকুন শাস্ত্র অনুযায়ী, দিনের শুরুতে বা খুব সকালে কিছু নির্দিষ্ট প্রাণীর ডাক বা দৃশ্য অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। এই লক্ষণগুলো সাধারণত আসন্ন বিপদ, কাজে বাধা অথবা শারীরিক অসুস্থতার পূর্বাভাস দেয়।সকালের ১০টি অশুভ সঙ্কেত ও তার প্রভাবআমাদের চারপাশের প্রকৃতি প্রায়ই আমাদের নানা সঙ্কেত দেয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, সকালে দেখা দেওয়া কিছু প্রচলিত অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে

বাড়ির দক্ষিণ দিকে কাকের ডাকঃ বাড়ির দক্ষিণ দিকে কোনো কাক বসে ডাকলে তা পরিবারে মৃত্যু, দুর্ভাগ্য বা অসুস্থতার ইঙ্গিত হিসেবে গণ্য করা হয়।

সকালে কুকুরের কান্না ঃ সকালে কুকুরের কান্না ডাক অত্যন্ত অশুভ সঙ্কেত, যা আশেপাশের কোনো মানুষের আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয় বলে মনে করা হয়।

কাজে বেরোনোর সময় গাধার ডাকঃ কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পেছনের দিক থেকে গাধার ডাক শোনা চরম অপমান বা কোনো উদ্যোগে ব্যর্থতার লক্ষণ।

পেঁচার ডাক ঃ পেঁচাকে সাধারণত অশুভ প্রতীক মনে করা হয়। বিশেষ করে বাড়ির আশেপাশে পেঁচার ডাক বা চিৎকার খুবই অমঙ্গলের সঙ্কেত।

একটিমাত্র ম্যাগপাই পাখির ডাকঃ সকালে একটিমাত্র ম্যাগপাই পাখি দেখলে তা দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে অশুভ প্রভাব কাটাতে তাকে 'স্যালুট' করার রীতি রয়েছে।

বিড়ালের কান্না ও কালো বিড়ালের পথ কাটাঃ সকালে বিড়ালের কান্না বা কালো বিড়াল রাস্তা পার হলে তা কাজে বিলম্ব বা বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করে।

সকালে সাপ দেখাঃ দিনের শুরুতেই সাপ দেখা আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস হিসেবে দেখা হয়।

প্রাণীদের লড়াই ঃ সকালে প্রাণীদের লড়াই বা ঝগড়া দেখলে তা সংসারে অশান্তি ও নেতিবাচক শক্তির আগমন ঘটায়।

শুকনো বা মৃত গাছ ঃ ঘুম থেকে উঠেই শুকনো বা মৃত গাছ দেখলে তা আপনার পুরো দিনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সকালে মাকড়সা দেখা ঃ সন্ধ্যায় মাকড়সা দেখা শুভ হলেও, সকালে মাকড়সা দেখা দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে।

সতর্কবার্তাঃ এই লক্ষণ ও নিয়মগুলো সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

গাড়িতে রোম্যান্স নয়

বর্তমানে গন্তব্যে পৌঁছতে অধিকাংশেরই ভরসা অ্যাপ ক্যাব। এক ক্লিকেই বাড়ির সামনে পৌঁছে যায় চারচাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা সমস্যার কথাই প্রায়ই শোনা যায় তা হল, চালক ও যাত্রীর বচসা। কখনও ভাড়া নিয়ে, কখনও এসি নিয়ে, কথা কাটাকাটির পরিস্থিতি তৈরি হয় প্রায়শই। এছাড়া বহু চালকেরই অভিযোগ, টাকা দিচ্ছেন বলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন যাত্রীরা।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বর্তমানে গন্তব্যে পৌঁছতে অধিকাংশেরই ভরসা অ্যাপ ক্যাব। এক ক্লিকেই বাড়ির সামনে পৌঁছে যায় চারচাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা সমস্যার কথাই প্রায়ই শোনা যায় তা হল, চালক ও যাত্রীর বচসা। কখনও ভাড়া নিয়ে, কখনও এসি নিয়ে, কথা কাটাকাটির পরিস্থিতি তৈরি হয় প্রায়শই। এছাড়া বহু চালকেরই অভিযোগ, টাকা দিচ্ছেন বলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন যাত্রীরা। আবার কখনও কখনও ক্যাবে উঠে খানিকটা ঘনিষ্ঠও হন যুগলেরা। সেই সব সমস্যা সমাধানে এবার অভিনব এক উপায় বার করলেন হায়দরাবাদের এক ক্যাপ চালক। যা সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল।

এক্স হ্যান্ডেলে এক যুবক পোস্ট করেছে হায়দরাবাদের ক্যাবে লাগানো একটি নোটিস। সেখানে স্পষ্ট সাফ লেখা হয়েছে, 'যাত্রী ক্যাবের মালিক নন, যিনি এটি চালাচ্ছেন তিনিই মালিক।' সেখানে যাত্রীদের আচরণ নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে। যাত্রীদের নম্রভাবে কথা বলতে, সম্মান দেখাতে এবং ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। চালক নোটে আরও লেখেন, যাত্রীদের উচিত তাদের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। চালক তাঁর নোটটিতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভাড়ার টাকা দিলেই যাত্রীরা অসম্মানজনক আচরণ করার অধিকার পেয়ে যান না।অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, যুগলের ক্যাবে উঠলে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন। কখনও কখনও তাঁরা শালীনতার মাত্রাও ভুলে যান। সেনিয়েও সতর্ক করেছেন চালক। নোটে লিখেছেন, 'ক্যাবের ভেতরে কোনো প্রেম করা উচিত নয়। এটি কোনও ব্যক্তিগত জায়গা বা ও ওয়াই ও নয়। যাত্রীরা দূরত্ব বজায় রাখুন।' এখানেই শেষ নয়, তাঁকে ভাইয়া বলে সম্বোধন করা যাবে না বলেও উল্লেখ করেছেন চালক। অর্থাৎ চালক স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে গিয়েছেন, তাঁর গাড়িতে উঠলে কী করা যাবে, আর কী নয়। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই নোট। যা নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। কেউ প্রশ্ন করেছেন, 'ভাইয়া না বললে কী বলব?', কেউ লিখেছেন, কেউ আবার হায়দরাবাদের ক্যাব চালকদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ আবার গোটা নোটে খুঁজে পেয়েছেন নির্মল আনন্দ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-05-2026 15:43 Page 3

জয় শ্রীরাম ধ্বনির মধ্যেই ভাঙ্গা হল লেনিনের মূর্তি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর উত্তেজনার আবহে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে ভ্লাদিমির লেনিন-এর মূর্তি ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাত ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় ১০টা নাগাদ আজিমগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীপৎ সিং কলেজ সংলগ্ন এলাকায় একদল মানুষ জড়ো হয়। অভিযোগ, এরপর তারা মূর্তির বেদিতে উঠে প্রথমে মুখের অংশ ভেঙে দেয় এবং পরে সম্পূর্ণ কাঠামোটি উপড়ে ফেলে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কিছু মানুষের মুখে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি শোনা যায় বলেও দাবি। ঘটনার সময় বেশ কয়েকজনকে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করতে দেখা যায়, যা পরে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তবে

ভাইরাল সেই ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করে নি সংবাদ নয়া জামানা।উল্লেখ্য, বাম আমলে স্থাপিত এই লেনিন মূর্তিটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ছিল। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মুর্শিদাবাদ জেলায় আটটি আসন পাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনার খবর সামনে আসছে। এই ঘটনাকেও সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।খবর পেয়ে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালায়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, কারা এই ভাঙচুরের সঙ্গে যুক্ত তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ধূপগুড়িতে গেরুয়া উচ্ছ্বাস পঞ্চায়েত দখল নিয়ে জল্পনা

বাবলুর রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ির মাগুরমারী অঞ্চলে রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসে মুখর পরিবেশ। জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরের অপেক্ষার পর পরিবর্তনের আবহ তৈরি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক আসনে জয়ের পাশাপাশি ধূপগুড়ি কেন্দ্র থেকেও বড় ব্যবধানে জয় পান বিজেপি প্রার্থী নরেশ চন্দ্র রায় প্রায় ৩৮ হাজার ৫৫০ ভোটে। এই জয়ের পর

মঙ্গলবার ধূপগুড়ি মহকুমার মাগুরমারী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন।পাশাপাশি, প্রবেশদ্বারের নীল-সাদা রং ঢেকে গেরুয়া আবিরে সাজিয়ে তোলা হয়, যা রাজনৈতিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তবে প্রশাসনিকভাবে পঞ্চায়েতটি এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই এখন দেখার বিষয়কবে এবং কীভাবে প্রশাসনিক স্তরে এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত হয়।

সাকোয়াঝড়া পঞ্চায়েতে নীল-সাদা মুছে গেরুয়া

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ নীল সাদা মুছে গেরুয়া হল সাকোয়াঝড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস।রাজ্যে পালাবদলের পর সাকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জমতে থাকে শয়ে শয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থক।এর পর তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের গেট সহ অফিস ঘরের বাইরের অংশের নীল সাদা রঙ্গের উপড় গেরুয়া

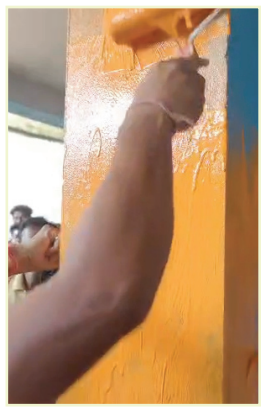

রঙে রাঙিয়ে দেন।রং বদলাতে ই উচ্ছাসে ফেটে পড়ে কর্মী সমর্থকরা।দীর্ঘ দিনের কাঙ্খিত জয় যেন নতুন স্বপ্ন জোগাচ্ছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের মনে।দীর্ঘদিন ধরে যারা দাতে দাত চেপে বিজেপির পতাকা আগলে রেখে ছেন আজ তারা আনন্দে আত্মহারা।তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এখন বিজেপি দখলে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ ওসি-সহ ৫

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ ন্যাজাটে রাজনৈতিক সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন থানার ওসি-সহ একাধিক পুলিশকর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান।

মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং ভোট-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ন্যাজাট থানার রাজবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ, দু'পক্ষের মধ্যে বোমাবাজি ও গুলির লড়াই চলছিল। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ন্যাজাট থানার ওসি ভরত প্রসূন পুরকায়েত-সহ পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সেই সময়ই সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা।গুলিবিদ্ধ হন ওসি ভরত প্রসূন পুরকায়েত তাঁর হাতে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও আহত হয়েছেন রাজবাড়ি ফাঁড়ির কর্মী ভাস্বত গোস্বামী, এক মহিলা পুলিশ কনস্টেবল এবং দু'জন সিআরপিএফ জওয়ান। আহতদের প্রথমে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।ঘটনার পর এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং গভীর রাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বুধবার ভোর থেকে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। এলাকাজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে তৎপর প্রশাসন-গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের পর জেলায় শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সন্দীপ ঘোষ, জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিক সন্তোষ কুমার। বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়। জেলা পুলিশ সুপার জানান, ভোটের পর বিভিন্ন ঘটনাকে ঘিরে

মোট ২৬টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পলাতক তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসকে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে বলেও জানানো হয়। অন্যদিকে, ভোট গণনার পর গত দুই দিনে জেলায় দুটি বড় ঘটনা ঘটেছে। ছোটখাটো ঘটনাসহ মোট ২৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলায় ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে;আইন মেনে চলতে হবে এবং কোনোভাবেই অশান্তি বা বেআইনি কাজে জড়ানো যাবে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

চা শ্রমিকদের ধন্যবাদ জানাতে বাগানে বিজেপি বিধায়ক

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ চা শ্রমিকদের ধন্যবাদ যাপন করতে ও চা শ্রমিকদের মিষ্টি মুখ করতে চা বলয়ে পৌছে গেল আলিপুরদুয়ার বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও মাদারিহাট বিজেপি জয়ী প্রার্থী লক্ষণ লিম্বু। এদিন মাদারিহাট ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে পৌছে যান আলিপুরদুয়ার সাংসদ মনোজ টিগ্গা চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও মাদারিহাট বিজেপি জয়ী প্রার্থী লক্ষণ লিম্বু মিষ্টি মুখ করান। এছাড়া চা শ্রমিকদের সাংসদ আশ্বাস দেন আগামী দিন তাদের সমস্ত দাবি

পূরণ হবে। সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানান ভোটের সময় সবাই চা বলয়ে আসে আমরা ভোটে জয়ী হওয়ার পর চা বলয়ে এসেছি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং মিষ্টি মুখ করাতে। কেননা এবার উত্তরবঙ্গের চা বলয় দু হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 06-05-2026 15:43 Page 4

পটশিল্পের আখড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়া গ্রাম

আট থেকে আশি সকলের হাতেই রং তুলি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার কোণ ঘেঁষে ছোটো একটি গ্রাম। নাম নয়া গ্রাম । এ এমন এক গ্রাম যেখানে শিশুরা ঠিক করে হাঁটতে শেখার আগেই হাতে তুলে নেয় রং-তুলি। এ গ্রাম আক্ষরিক অর্থেই যেন বাংলার শিল্পী-গ্রাম। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালই যেন কোনো এক অজানা চিত্রকরের খোলা ক্যানভাস। আর বাসিন্দারা প্রত্যেকেই জাত শিল্পী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভুরি ভুরি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন এই গ্রামের শিল্পীরা, এখ নকার নিজস্ব শিল্পরীতি ‘পট চিত্র’-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

এখনকার শিল্পীরা এই মৃতপ্রায় শিল্পকে সময়ের পরীক্ষায় টিকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং নিরলসভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এই শিল্পের ধারা। এঁরাই নয়া গ্রামের লোকশিল্পী, যাঁরা বাংলার অসামান্য লোক-শিল্পের ঐতিহ্যকে পটে সংরক্ষণ করেছেন। এই পটগুলি উন্মোচন করলে চোখের সামনে ধরা দেয় এক নতুন জগত, যে জগতের প্রতিটি ফ্রেমে পটশিল্পীরা তাঁদের আঁকার মাধ্যমে বুনেছেন নানা গল্প। নয়া গ্রাম ভ্রমণ যেন সত্যিই চোখের আরাম।প্রতি বছর নভেম্বর মাসে নয়া গ্রামের শিল্পীদের বার্ষিক ‘পট মায়া’ উৎসবে শিল্প, সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে থাকে রং-তুলির কাজ করা শাড়ি, শাল, টি-শার্ট এবং ঘর সাজানোর নানান সরঞ্জামের প্রদর্শনী।

এই গ্রামের প্রতিটি মাটির কুঁড়েঘরের দেওয়ালেই রয়েছে অসাধারণ গাছপালা এবং প্রাণীর ছবি। কোথাও উজ্জ্বল হলুদ রঙের ডোরাকাটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার দিকে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে তার উজ্জ্বল লাল জিহ্বা, কোথাও আবার রোদে ঝলমলে গাছপালা, ফুল, কোথাও বা বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে থাকবে পেঁচা সহ অন্যান্য পাখিরা। এ যেন সাধারণ মানুষের মধ্যেই প্রকৃতি এবং শিল্পের অনবদ্য সহাবস্থান। মূলত সাঁওতাল, হোস, মুন্ডা, জুয়াং এবং খেরিয়া উপজাতিদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এই পটচিত্র।

প্রাথমিক পর্যায়ে এরা পূর্বপুরুষ পিলচু হারাম এবং পিলচু বুরহির জন্মবৃত্তান্ত চিত্রিত করতেন। তাঁদের জীবনের কথা, তাঁদের সাত ছেলে এবং সাত মেয়ের কথা, কীভাবে এই সাত ভাইয়ের সঙ্গে সাত বোনের বিয়ে হয়েছিল সেইসব গল্পই ফুটিয়ে তুলতেন তাঁদের পটে। সেসময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য, বৌদ্ধ রাজা ও সন্ন্যাসীরা পটচিত্রের বহুল ব্যবহার করেছিলেন। ফলে ক্রমেই পটুয়াদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এমনকি এই সময়ে বালি, জাভা, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া এবং তিব্বতের দূরবর্তী উপকূলেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই পটচিত্র। পরবর্তীকালে অবশ্য মুসলিম আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটলে চিত্রশিল্পীরাও ইসলাম অনুসারী হয়ে যান।আজও এই প্রাচীন লোকশিল্পটির আঁকার শৈলী, রং, রেখার টান এবং স্থান নির্বাচনের জন্য সারা বিশ্বের শিল্পপ্রেমীদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। ‘পট’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘পট্ট’ থেকে, যার অর্থ কাপড়। আর এই পট আঁকেন যেসব চিত্রশিল্পীরা, তাদের বলা হয় পটুয়া।

মজার বিষয় হল, পটুয়ারা শুধু যে ছবিই আঁকেন এমন নয়, দর্শকদের সামনে যখ ন সেই পটটি তুলে ধরেন তখন সঙ্গে বিভিন্ন লোকগানও পরিবেশন করেন। এই গানগুলি ‘পটের গান’ নামে পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক কাহিনি এবং উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস এবং সমসাময়িক নানা বিষয় যেমন , বনভূমি সংরক্ষণ এবং এইচআইভি বা এইডসের মতো রোগ প্রতিরোধের বার্তা প্রভৃতি ছড়িয়ে দেন এইসব পটের গানের মাধ্যমে। পটুয়ারা আঁকার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক রং-ই ব্যবহার করেন। বিভিন্ন গাছ, পাতা, ফুল এবং কাদামাটি থেকে সংগ্রহ করেন এই সব রং।নয়া গ্রামের মানুষের রক্তে শিল্প। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এরা জাতশিল্পী। বর্তমানে এই গ্রামে প্রায় আড়াইশো জন পট-চিত্র শিল্পীর বাস। তাদের বেশিরভাগই নিত্যদিন সকাল থেকে লেগে পড়েন আঁকার কাজে। কেউ মাটির পট, কেউ শাড়ি অথবা গয়নাতে রং তুলির টান দিতে থাকেন। সব থেকে আশাপ্রদ যে বিষয়টি, এই গ্রামের প্রতিটি শিশুও ছোটো বয়স থেকেই শিখে নেয় তুলি টানার পদ্ধতি। এখনকার বহু চিত্রকরই মনু চিত্রকরের মতো আন্তর্জাতিক প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন। মনু চিত্রকর আফ্রিকান-আমেরিকান লেখক এবং ব্লুজ গায়ক আর্থার ফ্লাওয়ার্স-এর যৌথ সহযোগিতায় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের জীবনী ‘আই সি দ্য প্রমিজড ল্যান্ড’ নিয়ে গ্রাফিক-উপন্যাস রচনা করেছেন। মনুর মতো চিত্রকররা হিন্দু এবং ইসলাম উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি পালন করে। তাই হিন্দু ও মুসলিম রীতিনীতি প্রায়শই মিলেমিশে যায় এই গ্রামে।কলকাতা থেকে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টার দূরত্ব। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে নয়া গ্রামের বাসিন্দারা একটি বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবটি ‘পট মায়া’ নামে পরিচিত। ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং এখনকার চিত্রকরদের সাফল্য উদযাপন করতে তিন দিনের এই উৎসবে শিল্প, সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে থাকে রং-তুলির কাজ করা শাড়ি, শাল, টি-শার্ট এবং ঘর সাজানোর নানান সরঞ্জাম যেমন-ল্যাম্পশেড, পর্দা, দেওয়ালে ঝোলানোর বাহারি জিনিস ইত্যাদি। এছাড়াও এই গ্রামে রয়েছে ‘চিত্রতরু’ নামে একটি লোকশিল্প সম্পদ সংরক্ষণকেন্দ্র, যেখানে সারা বছর পটচিত্র চিত্রকর্ম এবং অন্যান্য পণ্য প্রদর্শন করা হয়। শুধু তাই নয়, রয়েছে আলাদা কর্মশালার ব্যবস্থাও। কেউ যদি পটচিত্র অঙ্কন এবং প্রাকৃতিক রং তৈরির কাজ শিখতে চায়, তাহলে শিল্পীরা সাদরে হাতে-কলমে শিখিয়েও দেন সেই কাজ। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।